সাক্ষাৎকার

ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ

১) আপনার জন্ম ও শৈশব সম্পর্কে কিছু বলুন (তখনকার আর্থ-সামাজিক চিত্রের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে ধরুন)

আমার জন্ম হয় ১৯৫৬ সনে, গাজিপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ইউনিয়নের দড়িপাড়া গ্রামে। দড়িপাড়ার সাথে তখন ঢাকার যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল ট্রেন। দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টায় চার-পাঁচটা ট্রেন তখন আড়িখোলা স্টেশনে থামত। কোন কারণে ট্রেন না আসলে তিন ঘন্টার পথ হেঁটে টঙ্গি এসে সেখান হতে আমরা বাসে ঢাকা আসতাম। বর্ষাকালে কয়েকবার নৌকা করেও ঢাকা এসেছি এবং নেমেছিলাম বর্তমান কাওরান বাজারের যে জায়গাটায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল আছে – সে জায়গাটাতে। দড়িপাড়ার বুকের উপর দিয়ে বর্তমানের যে পাকা সড়ক তা তখন কাঁচা ছিল, দু'এক জায়গায় কাঠের সাঁকো ছিল, কোথাও কোথাও আবার কোন সাঁকোই ছিল না। তাই বর্ষাকালে আমরা রেল লাইন ধরে হেঁটে তুমিলিয়া যেতাম।

২) শিক্ষা জীবন কোথায় শুরু করেছিলেন ?

শিক্ষা জীবন শুরু করি তুমিলিয়া বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকাতে ১৯৭১ সনে নাগরী সাধু নিকোলাসের উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। তারপর একে একে নটর ডেম কলেজ, পুরনো ঢাকার শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার পোর্টল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যান্ডের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি। পড়াশুনা করতে করতে জীবনের বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে বৈ কি!

৩) পড়াশোনার পাশাপাশি আর কিছু করতেন কী ?

স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার পাশাপাশি লেখা-লেখি করতাম। সেসাথে সংঘ-সমিতি তো করতামই। তবে কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় আমার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল–টিউশনি করা। কারণ টিউশনি না করলে আমার ঢাকায় থাকা হ'ত না! এমনকি আমার সব ভাইবোনদের লেখা-পড়াও হয়ত বন্ধ হয়ে যেত। আমরা সাত ভাইবোন। ছাত্রাবস্থায় সবসময় কমপক্ষে তিনটে টিউশনি করতাম – একটার আয় দিয়ে নিজের খরচ, দ্বিতীয়টা দিয়ে ভাইবোনদের লেখা-পড়ার খরচ ও তৃতীয়টির আয় দিয়ে পত্র-পত্রিকার বিল ও সংঘ-সমিতির খরচ চালাতাম। ঐ সময় লিখতামও প্রচুর। বেশীরভাগ লেখা ছাপা হত 'চিঠিপত্র' বা 'মতামত' বিভাগে। প্রবন্ধ-গল্প-কবিতাও লিখতাম। সম্পাদনাও করেছি – খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের মুখপত্র 'অনল' বের হয়েছে আমার সম্পাদনায় বেশ কয়েক বছর।

৪) কর্মের শুরুটা কোথায়? শুরুর দিক্‌কার অনুভূতির কথা বলুন ।

কাজ করতে শুরু করি ন্যায় ও শান্তি কমিশনে শ্রদ্ধেয় ফাদার আর. ডব্লিউ. টিমের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৩ সনে। কারিতাসে যোগ দেই ১৯৮৭ সনে। মাঝখানে ১৯৮৫ ও ৮৬ সন আমেরিকাতে ছিলাম এম. এস. ডিগ্রীর জন্যে পড়াশুনা করতে। শ্রদ্ধেয় ফাদার টিম, সিএসসি, আমার জন্যে হলি ক্রশ সম্প্রদায় প্রদত্ত স্কলারশীপের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা না হলে আমেরিকাতে আমার পড়াশুনার সুযোগ হ'ত না। ন্যায় ও শান্তি কমিশনের কাজ ছিল আমার খুবই পছন্দের। খুব কষ্ট পেয়েছি যখন জানতে পারলাম ন্যায় ও শান্তি কমিশনের পরিবর্তে আমাকে কারিতাসে কাজ করতে হবে। তখন কারিতাসে কাজ করাটা আমার পছন্দের ছিল না। শ্রদ্ধেয় ফাদার টিম, সিএসসি ও প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও আমাকে বেশ সময় নিয়ে বুঝিয়ে রাজি করান কারিতাসে কাজ করতে। কারিতাসে কাজ করতে এসে প্রথম দিকে বেশ অসুবিধায় পরেছিলাম, বিশেষত আমার স্পষ্টবাদিতার জন্যে। সেসব অসুবিধা কাটাতে সময় লেগেছে। ঐ সংকটকালে আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা দিয়েছেন চট্টগ্রামের প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি। আর আমার স্ত্রী শিউলীর অনুপ্রেরণা ও প্রার্থনা তো ছিলই সর্বক্ষণ।

৫) এখন তো আপনি দেশের অন্যতম বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক, তো কারিতাসের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

কারিতাসের কার্যক্রম চালিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কতটুকু পারছি তা আপনারাই বলতে পারবেন। কারিতাসে কাজ করতে এসে প্রথম দিকে বড়দের কাছ হতে অনেক কিছু শিখেছি। তাদের অভিজ্ঞতা, জনগণের প্রত্যাশা ও আমার ধ্যান ধারণার সমন্বয়ে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি। সব সময় সব ক্ষেত্রে শতভাগ সফলকাম হতে পারিনি। তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কারিতাসের কর্মপরিধি এবং এর মাধ্যমে জনগণের সেবাদানের ক্ষেত্র দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রকল্প সংখ্যা ২০০৫ সনে ৫১ টি হতে ২০১৩ সনে ৮৪ টি হয়েছে। বাজেট বেড়ে গত ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের ৮৫ কোটি টাকা হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১৭৮ কোটি টাকা। সেসাথে সেবার গুণগত মান বাড়াতেও অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসব পরিবর্তনে সব সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে পাশে আছেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপগণ, সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ, দেশী-বিদেশী দাতাগণ ও কারিতাসের সহকর্মী ভাইবোনেরা।

৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কারিতাস-এর বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে, এ সুনামের কারণ কী বলে আপনি মনে করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কারিতাসের সুখ্যাতি থাকার কথাটা যদি সত্য হয় তবে বলব কর্মীদের কর্মনিষ্ঠা ও তাদের আত্মত্যাগ সেজন্যে অনেক প্রশংসার দাবীদার। সেসাথে রয়েছে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপগণসহ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের নীতিনির্ধারকগণের সঠিক নির্দেশনা ও পরিচালনা দান করার অবিরাম প্রচেষ্টা। অভিজ্ঞতার বিষয়টাও যোগ করতে হয়। কারিতাস ১৯৭০ সনে মহা সাইক্লোনের পরপরই ব্যাপক ত্রাণকাজ শুরু করে। এরপর অনেক জাতীয় দুর্যোগে কাজ করেছে। সেসব কাজের অভিজ্ঞতা হতে অনেক কিছু শিখেছে। সেই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে বেশ দক্ষতার সাথে জনগণের সেবাদানে কারিতাস আজ সক্ষম। আরেকটু বিস্তারিতভাবে বললে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয় তা হল:

দীর্ঘ সময় কাজের অভিজ্ঞতাঃ

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কারিতাসের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজ শুরু হয়। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ মারা যায় যা এ যাবৎ বাংলাদেশে দুর্যোগে মৃত্যুবরণের দিক থেকে সর্বাধিক। ১৯৭০, ১৯৯১, ১৯৯৭ ও ২০০৭ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রম কারিতাস সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তাছাড়াও ছোট বড় যেকোন ধরনের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য কারিতাস তার আটটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও গৃহস্থালী সামগ্রী বিতরণ, গৃহনির্মাণ ও মেরামত, কাজের বিনিয়ে অর্থ, বীজ ও কৃষি উপকরণ সহায়তা, পেশাগত উপকরণ সহায়তা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ইত্যাদি।

অগ্রাধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ও দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস কৌশলগত পরিকল্পনাঃ

কারিতাসের কৌশলগত পরিকল্পনার একটি অগ্রাধিকার হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। কারিতাসের অবশ্য করণীয় কাজের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সহায়তা করা অন্যতম। কারিতাস কার্যকরভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজ বাংলাদেশের যেকোন স্থানে বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারিতাসের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ও দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস কৌশলগত পরিকল্পনা রয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী হাল নাগাদ করা হয়।

অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিবেদিত কর্মীঃ

কারিতাস বাংলাদেশ এর আটটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ন্যাশনাল অফিসে ৫ হতে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১০০ জনের অধিক দক্ষ কর্মী/কর্মকর্তা রয়েছে যাদের অনেকে আবার দেশে ও বিদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। দুর্যোগে সহায়তা বিষয়ক প্রকল্পে কাজ করতে আমরা মাঝে-মধ্যে আমাদের কর্মীদের বিদেশেও পাঠিয়ে থাকি। কারিতাস মনোভাবাপন্ন হয়ে স্ব-উদ্যোগে এবং কঠিন ত্যাগস্বীকার করে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষের জন্য সেবা কাজ করার মানসিকতা ও অঙ্গীকার কারিতাস কর্মী/ কর্মকর্তাদের রয়েছে। নিবেদিত কর্মী হওয়ার জন্য কারিতাস তাদের গঠন দিয়ে থাকে।

তাছাড়াও নিম্নের বিষয়গুলি কারিতাস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনা করে থাকেঃ

- পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- বার্ষিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালা
- প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ
- সরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়

৭) পিছিয়ে থাকা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কারিতাসের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

সূচনালগ্ন থেকেই কারিতাস আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে তাদের অনুভূত চাহিদার প্রতি সাড়াদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস সে এলাকায় যদি কারিতাস কোন প্রকল্প বা কর্মকান্ড হাতে নেয়, তাহলে আদিবাসীদের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আদিবাসীদের মৌলিক চাহিদা বিষয়ক কিছু সমস্যা রয়েছে যার সমাধান হলে এই জনগোষ্ঠী একটি মর্যাদাকর অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে বলে কারিতাস বিশ্বাস করে। অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে ভূমি বেহাত হওয়া, মিথ্যা মামলা ও হয়রানী, সুবিধাবাদী শ্রেণী কর্তৃক শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা ও লুণ্ঠনের শিকার হওয়ার বিষয়টিও লক্ষ্য করা যায়। পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের তাদের বহুমাত্রিক সমস্যার আবর্ত থেকে বের করে আনার জন্য প্রথম দিকে ব্যক্তি ও দলকেন্দ্রীক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন করলেও শিখনের উপর ভিত্তি করে সমষ্টিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পন্থা অবলম্বনে উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যে উন্নয়ন কার্যক্রমে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ভূমি, কৃষি, পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

৮) **কোন কোন ক্ষেত্রে কারিতাস সফল বলে আপনি মনে করেন ?**

কারিতাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলভাবে কাজ করছে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: কারিতাস এর সূচনালগ্ন থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে। যেকোন দুর্যোগে কারিতাস ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্গম ও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় কাজ করার এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করা, সঠিকভাবে উপকারভোগী বাছাই, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় এবং পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া মাফিক জনগণকে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়নে সহায়তা দেয়া উল্লেখযোগ্য। কারিতাস এ পর্যন্ত ২৪২টি সাইক্লোন সেন্টার এবং ৪৪৩,৫১৩ পরিবারের মধ্যে স্বল্প মূল্যের গৃহ প্রদান করেছে।

শিক্ষা, গঠন এবং সক্ষমতার উন্নয়ন: সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের দক্ষতার ও সক্ষমতার উন্নয়নে কারিতাস বিশেষ অবদান রাখছে বলে মনে করি। কেননা, প্রত্যন্ত এলাকায় যেসব গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে শিশুদের স্কুলমুখী করা এবং শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করতে কারিতাস অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে কারিতাস সারাদেশে বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ১০৩৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত এসব শিক্ষা কেন্দ্র হতে প্রায় ৪২৩,০৬৪ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। কারিতাস পরিচালিত বহু শিক্ষা কেন্দ্র এখন সরকারি স্কুল হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

তাছাড়া, স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা ও সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বহু পরিবারকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে কারিতাস অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে কারিতাস ২০টি মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুল এবং ১০টি আঞ্চলিক টেকনিক্যাল স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে এ কাজটি করে যাচ্ছে। এসব টেকনিক্যাল স্কুল থেকে এ পর্যন্ত ২৮,৯১৪ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থান করতে পেরেছে। কারিতাস পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মট্স' এখন সরকারের পলিটেকনিক্যাল ইন্স্টিটিউটের সমমানের কোর্স পরিচালনা করছে। তাছাড়া, গঠন ও প্রশিক্ষণ

প্রদানের মাধ্যমে যুবকদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে এবং সমাজে সম্প্রীতি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায়ও কারিতাস বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া এবং স্বচ্ছতার সাথে কাজ করাঃ কারিতাস দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত এলাকায় দরিদ্র, অতি-দরিদ্র, নিঃস্ব আদিবাসীসহ লক্ষিত জনগণের কাছে এর সেবা স্বচ্ছতার সাথে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রণী বলেও মনে করি।

কর্মসংস্থান বিশেষভাবে নারীদের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিঃ কারিতাস এর নানামুখী প্রকল্প যেমন, কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালন, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদিতে কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন, মূলধন সহায়তা এরং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের বিশেষভাবে নারীদের কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিতে সহায়তার মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট সফলতার নজির রাখছে। কারিতাসের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান কোর-দি-জুট ওয়ার্কস্ এর মাধ্যমে ৩,৭৬২ জন নারী সরাসরি কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত এবং প্রতিষ্ঠানটি এর কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ ও দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি এবং পরিবেশ বান্ধব মানসম্পন্ন পণ্য রপ্তানীতে অবদানের জন্য একাধিকবার সরকার থেকে স্বর্ণ পদক পেয়েছে।

মাদকাসক্ত ভাইবোনদের সেবা ও পুনর্বাসনঃ বারাকা নামক একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে মাদকাসক্ত ভাইবোনদের সেবা ও পুনর্বাসন বিশেষভাবে সমাজে ও পরিবারে গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা এবং কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২৫ বছর যাবত এ সেক্টরে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে মাদকাসক্ত ভাইবোনদের সেবা ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান বলা যায়। বারাকার মাদকাসক্তিদের রিকভারির রেট শতকরা ৪৫%, যা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত মানের চেয়েও বেশি। ফলে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এর একটা বলিষ্ঠ জায়গা করে নিয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবাঃ দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোতে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কারিতাস অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এ পর্যন্ত বহু দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ সরবারহ করে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় সহায়তা দিয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে গ্রাম্য ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মা ও শিশুর জীবন রক্ষায় ও স্বাস্থ্যসেবায় কারিতাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সামাজিক বনায়ন ও পাহাড়ে কাঠ ও ফলের বাগান সম্প্রসারণঃ সামাজিক বনায়ন কারিতাসের জন্য ছিল একটি আন্দোলন। আমরা এতে সফল বলতে পারি। কেননা একদিন কারিতাসের কর্মীগণ যাদেরকে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা ও উপকার সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে এবং চারা দিয়েছে আজ তারা নিজেরা স্ব-উদ্যোগে গাছ লাগায়, যত্ন করে ও রক্ষা করে। দেশের সব এলাকায় বিশেষভাবে উত্তরাঞ্চলে এর ফলাফল আজ দৃশ্যমান। মরুপ্রায় উত্তরাঞ্চলে এখন সবুজের সমাহার দেখা যায়, গাছের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এছাড়া, পাহাড়ে হরটিকালচার প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যম বহু আদিবাসী দরিদ্র পরিবার আজ স্বনির্ভর এবং তারা পাহাড়ের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে

মিশ্র ফলজ ও বনজ বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বনির্ভরভাবে জীবিকা পরিচালনা করছে। কারিতাসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আজ ২,০০০ পাহাড়ী পরিবার বাগানের মালিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে কারিতাস পার্বত্য এলাকার প্রায় ১২,০০০ আদিবাসী পরিবারের দারিদ্রমোচনে কাজ করছে।

৯) সবাই বলছে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। একজন উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নের বর্তমান গতিধারাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?

চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করতেন এইভাবে – প্রতি ১০ জন মানুষের দুইজন মানুষের কাছে সাতজনের সম্পদ, তিনজনের কাছে তিনজনের সম্পদ তাই বাকী পাঁচজনের সম্পদ নেই। বাংলাদেশে সম্পদহীন পাঁচজন মানুষ অন্যের কাছে শ্রম বিক্রি করেন একদম পানির দরে। যারা তাদের শ্রম কেনেন তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন কম দামে এই শ্রম কিনতে। আমাদের দেশের সস্তা শ্রম কেনেন বিদেশীরাও। বিদেশীদের সস্তা দামে এই দেশের শ্রম কিনতে সহায়তা করেন এই দেশের মানুষই। লোভের তাড়নায় তারা মুনাফার দিকে ঝোঁকেন বেশী। অন্যায্য দামে তারা কিনেন শ্রমজীবী মানুষের শ্রম। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী মানুষ মিলে আমাদের সহজ সরল মানুষদের ঠকাচ্ছে।

বাংলাদেশ টিকে আছে বা এগিয়ে যাচ্ছে তিনটি প্রধান কারণে – প্রথমত: এই দেশের কৃষক ভাইয়েরা নীরবে উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন; দ্বিতীয়ত: পোশাক শিল্পে কর্মরত ভাইবোনেরা বিশেষ করে বোনেরা নামমাত্র মূল্যে বা অন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে ও অনিরাপদ পরিবেশে শরীরের রক্ত পানি করে পোশাক শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখছেন; ও তৃতীয়ত: বিদেশ থেকে প্রবাসী ভাইবোনেরা খেয়ে না খেয়ে তাদের কষ্টার্জিত টাকা দেশে থাকা পরিজনদের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে পাঠাচ্ছেন। সেসাথে বাংলাদেশের যুবক ভাইবোনদের অবদান বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দেশকে এগিয়ে সেবার লক্ষ্যে তাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ এদেশের উন্নয়নের বর্তমান গতিধারাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরো দ্রুত গতিতে। কারণ ইতিমধ্যে এই উন্নয়নের ধারা সরকারী সহযোগিতায় ও বেসরকারী অংশগ্রহণে নতুন গতি পেয়েছে। আমাদের দেশের মানুষ সৃজনশীল ও অসম্ভব পরিশ্রমী। এখন আমাদের দরকার শুধু দক্ষতার ও পুঁজির। আমাদের দেশে দক্ষতার ও পুঁজির জায়গাটা এখন আগের চেয়ে সম্প্রসারিত তাই উন্নয়নের গতিও হবে ত্বরান্বিত।

১০) কারিতাস-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ভূমিকা রাখছেন। সে বিষয়ে কিছু বলুন।

এশিয়া মহাদেশে ২৩টি দেশে কারিতাস সংস্থা কাজ করছে। এই ২৩টি দেশের কারিতাস কার্যক্রম সমন্বয় ও স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্যে রয়েছে কারিতাস এশিয়া যার অফিস ব্যাংককে অবস্থিত। কারিতাস এশিয়ার পরিচালনা বোর্ডে আমি ২০০০ সন হতে সময় দিচ্ছি। সারা বিশ্বের ১৬৪টি দেশের কারিতাস সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয়ের জন্যে রয়েছে ইতালীর রোমে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের অফিস। কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে এবং এর কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরীর জন্যে অনেক বছর সময় দিয়েছি। বর্তমানে আমি এই সংস্থার মানবিক সহায়তাদানের জন্যে যে উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে তার সদস্য। সারা পৃথিবী হতে ১৫ জন এই উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছে এবং বছরে তিনবার রোমে এর সভা হয়। এছাড়া ভাটিকানে

অবস্থিত পন্টিফিকাল এ্যাকাডেমি ফর লাইফের আমি একজন সদস্য। আমাকে এই সদস্যপদ দেয়া হয়েছে ১৯৯৭ সন হতে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপগণের সুপারিশ অনুসারে। কমপক্ষে বছরে একবার সেইজন্যে ভাটিকানে যেত হয়। এই একাডেমীর মূল কাজ হ'ল মানব জীবন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের নৈতিক ও মূল্যবোধ বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরী করা। কাথলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা যাচাই বাছাই করে ঘোষণাপত্র তৈরী করা। Stem Cell ব্যবহার নৈতিক কী না, cloning বিষয়ে মন্ডলীর বক্তব্য কী, ডাক্তারের সহায়তায় মৃত্যু বিষয়ে কেন মন্ডলীর সমর্থন নেই – এসব বিষয় এই একাডেমী গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে ও মান্ডলিক পরামর্শ রাখে। দক্ষিণ এশিয়া হতে আমরা তিনজন এই এ্যাকাডেমির সদস্য। সারা পৃথিবী হতে সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের মত।

১১) প্রায় নিয়মিতই লেখালেখি করেন। সম্প্রতি 'আলোকিত মানুষ' বিষয়ে আপনার একটি লেখা পড়লাম। বর্তমান সমাজের ট্রেন্ড তো 'সফল মানুষ' হওয়া, সেটা যে ক্ষেত্রে যেভাবেই হোক, পারিবারিক সামাজিক বিনিয়োগও সেদিকটাতেই, ভবিষ্যত তাহলে কোন দিকে যাচ্ছে ?

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আলোকিত মানুষ তৈরী করা। আলোকিত মানুষ বলতে আমরা বুঝি এমন মানুষ যে সমস্ত ব্যক্তি নিজের জীবন-আদর্শ, উদ্যোগ ও কর্মের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও অনুকরণীয় হন। এ ধরনের মানুষের কর্মকান্ড সমাজ ও জাতির জন্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতে 'আলোকিত মানুষ' হ'ল এমন ব্যক্তি যিনি মূল্যবোধসম্পন্ন, বিবেকবান এবং জ্ঞানের আলো ছড়ান। জ্ঞানের আলোর পাশাপাশি তাঁর মধ্যে থাকতে হবে মায়া-মমতা, ভালবাসা, উদারতা, মেধা, মনন - এসব কিছুর আলো। তাঁর মতে, আলোকিত মানুষ হতে হলে তাকে সৎ মানুষ হতে হবে, তার ভেতর একটা শ্রেয়মুখী মানুষের বোধ থাকতে হবে, অন্যের দুঃখে বেদনার্ত হবার বিমূর্ত গুণাবলী থাকতে হবে।

আমাদের সমাজে আজকাল সাধারণভাবে সফল মানুষ বলতে অবশ্য বুঝায় ভাল আয় করে কী না - কীভাবে আয় করে তা বড় বিষয় না। জমি-জমা কিছু কিনেছে কী না, ঢাকায় বা দেশের বড় শহরে বাড়ী বা ফ্ল্যাট আছে কী না। এক সময় সফল মানুষের সাথে উচ্চ শিক্ষার বিষয়টা যোগ হ'ত - এখন তা-ও হচ্ছে না। শিক্ষা-দীক্ষা এক সময় মানুষকে যতটা সফলতার বিবেচনায় আনতে পারত তা আজ অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। তবে এই ম্লান হয়ে যাওয়াটা সকলের কাছে না। সকলের কাছে ম্লান হলে তো আমাদের অন্ধকার-যাত্রার যাত্রী হতে হত! আলোর পথের যাত্রী এখনো আছে। এই যাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে। আলোর পথের যাত্রীগণ আলোকিত মানুষের দেখানো পথে পথ চলতে সদা ব্যাকুল।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমার চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন থেকেই আমি কিছুটা লেখালেখির চেষ্টা করি। এটা ঠিক যে পারিবারিক ও সামাজিক বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সফল ব্যক্তি তৈরী করা। এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব পরিমণ্ডলে স্বীয় পেশায় সকলেই সাফল্য অর্জনের জন্য সক্রিয় থাকবে– সেটিই স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রে অসুস্থ প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার ফলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে যথাস্থানে পৌঁছাতে পারছে না। আলোকিত মানুষরা যেভাবে সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থপর হতে পারেন সফল মানুষেরা সেভাবে পারেন না । পারা সম্ভবও না। কারণ সফল মানুষরা ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক বা পেশাগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকেই বড় করে দেখেন। তাতে সামাজিক কল্যাণ হয় তবে সামাজিক কল্যাণ এখানে মূখ্য বিষয় না। স্বীয় কর্মক্ষেত্রে

উৎকর্ষ অর্জন এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধের তাড়নায় অন্যদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা পোষণ করি।

১২) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ কতটা কার্যকর বলে আপনি মনে করেন?

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্টির জন্য এক অপার সম্ভাবনার দুয়ার। বর্তমান শতাব্দীর গ্লোবালাইজেশনের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল এর বদৌলতে পৃথিবী এখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত, প্রান্তিক এবং আদিবাসী জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জীবন-জীবিকার উন্নতিসাধন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা/সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সেবা আদায়ের ক্ষেত্রে তথ্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে C4D এপ্রোচ ইতোমধ্যে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

'জ্ঞানই শক্তি' এ কথার সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে 'তথ্যই শক্তি'। আর এ তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হলো যোগাযোগ। তবে, গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের একটি বড় বাধা হচ্ছে তাদের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথ্য না পৌঁছানো। 'যোগাযোগের জন্য উন্নয়ন' নামক পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি উদ্যোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য/জনস্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, লাগসই প্রযুক্তি, সচেতনতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থান, সরকারী সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ (ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি), কমিউনিটি বা মধ্যবর্তী যোগাযোগ (গ্রাম নাটক, মোবাইল ফোন বার্তা, ইন্টারনেট, পোস্টার, লিফলেট, ব্যাজ বা বাটন, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, কবিতা, গান ও পুতুল নাচ, স্লাইড সেট ও ফ্লিপ চার্ট) এবং গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন) ইত্যাদির মাধ্যমে একজন নিরক্ষর লোকও উপরোক্ত খাতসমূহের নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞান গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসের পরিবর্তন করতে সমর্থ হচ্ছে।

১৩) বাংলাদেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রে C4D কতটা ব্যবহার হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষণা যেমন পরিকল্পনা, মনিটরিং এবং মূলায়ন কাজে **C4D** একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। জনমিতিক বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং গণমাধ্যম সম্পর্কিত সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কৌশল যেমন পার্টিসিপেটরী রুরাল এপ্রাইজাল (PRA), জ্ঞান, মনোভাব, অভ্যাস, প্র্যাকটিস (KAP) সার্ভে, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ (DHS) সার্ভে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাতকার (Key Informant Interview), সামাজিক মানচিত্র (Community/Social Mapping) সামাজিক নেটওয়ার্ক এনালাইসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে C4D পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার তথ্য, যোগাযোগ এবং প্রযুক্তিকে দেশের প্রতিটি মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে। এ উদ্দেশ্যে দেশের ৪,৫০০ এর অধিক ইউনিয়নে UISCs (Union Information and Service Centres) প্রতিষ্ঠা করেছে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য। এর মাধ্যমে জনগণ ই-সার্ভিস, ই-গভর্নমেন্ট, ই-বিজনেস, ই-লার্নিং, ই-হেলথ, ই-এমপ্লয়মেন্ট, ই-এনভায়রনমেন্ট, ই-এগ্রিকালচার, ই-সায়েন্স সুবিধা পাচ্ছে যার অন্যতম নিয়ামক হল C4D।

সরকার ইতোমধ্যে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্রতা হ্রাস, নারীর উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন করেছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য যোগাযোগকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারী উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞান বিভিন্ন বাস্ত বায়নকারী সংস্থা যেমন বেতার (এফ.এম. এবং কমিউনিটি রেডিও সহ), টেলিভিশন (বেসরকারী টিভি চ্যানেলসহ), সংবাদ সংস্থা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা, গণযোগাযোগ, তথ্যকমিশন ও তথ্য অধিদপ্তর এর সহায়তায় জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে জনগণকে অবহিত, সচেতন, সম্পৃক্ত ও উদ্ধুদ্ধকরণ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রযুক্তি বিষয়ক ফিচার প্রচারণা, প্রকাশনা এবং পরিবেশনা সম্প্রসারণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়নের জন্য যোগাযোগকে গুরুত্ব দিয়ে এনজিও পর্যায়েও তাদের পরিকল্পনা, মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ/গবেষণার কর্মকান্ডকে ঢেলে সাজাচ্ছে। ইতোমধ্যে, অনেক দেশী-বিদেশী সংস্থা যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, ইউনেসকো, ইউএনএফপিএ, প্র্যাকটিক্যাল একশান-বাংলাদেশ, ব্র্যাক, প্রশিকা, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, রুরাল ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টার, সোসাইটি ফর ইকনোমিক এন্ড বেসিক এডভান্সমেন্ট, গ্রামীণ কমিউনিকেশন্স, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কিং প্রোগ্রাম, ক্যাটালিষ্ট, ডিজিটাল নলেজ ফাউন্ডেশন, ডেভেলপমেন্ট রিসার্স নেটওয়ার্ক, গ্রামীণ ফোন কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর রেডিও কমিউনিকেশন্স উল্লেখযোগ্য।

কারিতাস ইউনিসেফ এর সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামে (Communication for Development- C4D) প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার, স্কুলে এবং বাড়িতে শিশুদের দৈহিক শাস্তি, জন্ম নিবন্ধন, বিভিন্ন আঘাত থেকে মুক্তির উপায়/প্রতিরোধ, এইচআইভি/এইডস, মায়ের দুধের গুরুত্ব, পুষ্টি, টিকা, হাত ধোয়া ও নিরাপদ পানির গুরুত্ব, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা/সুরক্ষামূলক বার্তা ও কৌশল জনগণের মাঝে পৌঁছে দিয়েছে, পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, কারিতাস জনগণের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি জ্ঞানকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে উন্নয়নের জন্য যোগাযোগকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা, গবেষণা, মূল্যায়ণ ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ইতোমধ্যে জনগণের জন্য তথ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ICT Based Peoples Platform প্রকল্পের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কারিতাস জনগণের জন্য তথ্যসেবা সহজ করার লক্ষ্যে

Information Disclosure ব্যবস্থার আওতায় মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় অফিস পর্যন্ত মোট ২৬৭ জন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছে।

১৪) আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমাদের পরিবারে আমরা এখন চারজন। স্ত্রীর নাম শিউলী রোজলীন পালমা, সে একটি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। ছোট মেয়ে শ্রেয়া পড়াশুনা করছে বুয়েটে শেষ বর্ষের শেষ সেমিষ্টারে। আশা করি আসছে মে মাসের মধ্যে ওর ব্যাচেলর ডিগ্রী পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ হবে। একমাত্র ছেলে অর্কিড নটরডেম হতে বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষা লিখবে এই বছর। গত বছর বড় মেয়ে অন্তরার বিয়ে দিয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স শেষ করে বেশ কয়েক মাস ইউএনডিপি'তে কাজ করেছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী হতে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে। ঢাকার বাসাতে আমাদের মা-ও আছেন আমাদের সাথে । বাবা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। পরিবারের সকলে খুবই আন্তরিক ও সহযোগিতামূলক আচরণ করে আমার প্রতি। নানা ব্যস্ততায় তাদের যথেষ্ট সময় দিতে না পারার বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তারা। আমি তাদের সহযোগিতা বিশেষ করে আমার স্ত্রী শিউলীর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এত সময় কারিতাসে ও অন্যান্য সংস্থার কাজে দিতে পারতাম না।

১৫) আপনার স্বপ্ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন ।

আমি স্বপ্ন দেখি এমন এক বাংলাদেশের যেখানে সব ধর্মের ও বর্ণের মানুষ শান্তিতে ও ন্যায্যতায় ব্যক্তি মর্যাদা সমুন্নত রেখে ও সকল ও অধিকার ভোগ করে বসবাস করে। সেই বাংলাদেশই আমার স্বপ্ন যেখানে সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, আছে সবার জন্যে নিরাপদ আশ্রয়, পরিধেয় বস্ত্র ও পুষ্টিসম্পন্ন খাবার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মানুষ সহনশীল হবে একে অপরের বিশ্বাস ও মতামতের প্রতি, তারা তাদের শান্তির ঐতিহ্যকে, সহযোগিতার অতীত ধারাকে সমুন্নত রাখবে – এটাই কাম্য।

কারিতাসের বর্তমান চাকুরি বিধি অনুযায়ী আমি ২০১৬ সনে আমার কর্মজীবন শেষ করব। এরপরও আমি চেষ্টা করব কীভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে ও লেখালেখিতে যুক্ত থাকা যায়। কারিতাসে কর্মজীবন শেষে ফুল-টাইম কাজ করাটা আমার ইচ্ছা না। তবে সুযোগ পেলে ও ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুস্থ থাকলে উন্নয়ন ও গবেষণাধর্মী কাজে কিছুটা সময় দিতে পারি। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিতে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে পারি। তবে লেখালেখি বাড়িয়ে দিব অবসরে যাবার পরপরই।